75

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAY 1997
পৃষ্ঠা: 7 কলাম 2

ঢাকা ভার্সিটির বেহাল অবস্থা

স্থানাভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা করিডোরে অথবা শিক্ষকের কক্ষে ক্লাস করে

আনোয়ার আলদীন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাবে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের নিদারুণ দুর্ভোগের শিকার হইতে হইতেছে। গত কয়েক দশকে ছাত্র সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনীয় একাডেমিক ভবন নির্মিত না হওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, শ্রেণী কক্ষের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যস্ত করিডোর অথবা শিক্ষকদের নিতান্ত

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির বেহাল অবস্থা

(১ম পৃঃ পর)

অপরিসর কক্ষে ক্লাস করিতে হইতেছে। বিশেষ করিয়া কলা ভবনে বিভিন্ন বিভাগের প্রতিদিন ক্লাস শুরুর মুহূর্তে শিক্ষক আসিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের 'ফ্রি' শ্রেণী কক্ষের সন্ধানে পাঠাইয়া অপেক্ষার প্রহর গুণিতে থাকেন। 'ফ্রি' শ্রেণী কক্ষ পাওয়াটা বড় অনিশ্চিত। শ্রেণী কক্ষ পাওয়া না গেলে অগত্যা করিডোরের ফ্লোর কিংবা শিক্ষকের কক্ষে গাদাগাদি করিয়া কখনও বসিয়া, কখনও দাড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। গতকাল রবিবার কলাভবনের নীচতলায় অপরিচ্ছন্ন করিডোরে আসন গাড়িয়া গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয়বর্ষের ৪০/৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী যখন ক্লাস করিতেছিল তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকরা ঐ করিডোর অতিক্রম করিতে আসিয়া এই দৃশ্য বিস্ময় বিমূঢ় নেত্রে অবলোকন করিয়া থমকাইয়া যায়। সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ডঃ আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী চেয়ার ছাড়াই দাঁড়াইয়া অখণ্ড মনোযোগে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে যখন মাত্র ৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিত সেই সময়ে অধিকাংশ একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়। সেই ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এখন প্রায় ২৮ হাজারে পৌছিয়াছে। বিভাগের সংখ্যা ১৫ হইতে ৪২টিতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নূতন একাডেমিক ভবন বৃদ্ধি পাইতেছে নিতান্ত কম। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ১০ ভাগ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়। একজন ডীন জানান, চলতি বছরও অনার্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত। কিন্তু শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতার কারণে উহা সম্ভব হয় নাই। শ্রেণীকক্ষ, একাডেমিক অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধি করা না হইলে আগামী ১০ বছরেও অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হইবে না।

বর্তমানে বিশেষ করিয়া কলাভবনের যে শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষক কক্ষ ও বিভাগীয় অফিস কক্ষগুলি রহিয়াছে উহার অধিকাংশ অপরিসর। এক সঙ্গে ১০০/১৫০ ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাশ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শিক্ষকরাও পাঠদানে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শ্রেণীকক্ষের সমস্যা তীব্র হওয়ায় ইতিমধ্যে তাহাদের জন্য ৪ তলার একটি ভবন নির্মিত হইতেছে। কলা ভবনের শ্রেণীকক্ষ সমস্যার সমাধানে এখনি উদ্যোগ না লইলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে বলিয়া ওয়াকেফহাল মহল মনে করেন।